তারিখ : 31 OCT 2016
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

সংবাদ

বদলগাছীর ইউএনও হুসাইন শওকতের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষার মানোন্নয়নে অনুষ্ঠিত কুইজ প্রতিযোগ -সংবাদ

আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে ইউএনও

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হুসাইন শওকত ছুটির দিন বা যে কোন দিন কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই ল্যাপটপ হাতে নিয়ে ছুটে যান স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায়। আর সেখানে গিয়ে মানসম্মত শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করান কোমলমতি শিশু ছাত্রছাত্রীদের এবং তাদের মাঝে নিজেকে উৎসর্গ করেদেন। তার ধারণা প্রাথমিক পর্যায় বা মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সুশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে তাদের জীবন সুদৃঢ় হবে। এই মহান বিদ্যান হিতৈষী শিক্ষা প্রতিভা বিকাশের নিবেদিত প্রাণ। এমনই তথ্য জানা গেছে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে।জানা যায়, এই নির্বাহী অফিসার বদলগাছী উপজেলায় গত ২৬/৫/১৪ ইং সালে যোগদানের পর থেকে তিনি তার নিজ উদ্যোগে ও নিজের ব্যক্তিগত অর্থায়নে শুরু করেন প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বিকাশের কুইজ প্রতিযোগিতা। এর পর শুরু হলো মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয় শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিক ও সুধিজনদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এই সাধারণ জ্ঞানের কুইর্জ প্রতিযোগিতা। এই ইউএনওর আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শুরু করা সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়ে এলাকার সুধিজনদের মধ্যে শুরু হয় নানা ইতিবাচক আলোচনা। আর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুরু হয় নতুন কিছু জানার আগ্রহ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৌতূহল লেগেই থাকে কবে আসবেন ইউএনও হুসাইন শওকত স্কুলে, সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়ে। এই উপজেলায় বদলি হয়ে আসা ২ বছর ৫ মাস পেরিয়ে গেছে তার। ইতোমধ্যেই তার জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে শুরু করা সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতা এলাকায় সর্বমহলে ব্যাপক সারা ফেলেছে। উপজেলার ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ জ্ঞানে ব্যাপক প্রসারও লাভ করেছে। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মিলে যায় উত্তর। এই দু-বছরে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। সূত্রে জানা যায়, এই শিক্ষা অনুরাগী কর্মকর্তার জন্ম মাগুড়া জেলার শ্রীপুর উপজেলায় নোহাটা গ্রামে। এবং এই ইউএনও হুসাইন শওকত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রাধানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তারের ছোট ছেলে । তার মা হোসনে আরা সাত্তার। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ছানাউল হাবিব জানান, ইউএনও স্যার তার নিজ তত্ত্বাবধানে সহকারী শিক্ষা অফিসারদের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্য বইয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে ধারনা নিতে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সুযোগ পেলেই তিনি সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিংগুলোতে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার ওপর শিক্ষকদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এবং তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে সাধারণ জ্ঞানের কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তা এক কথায় অনবদ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি চালু করেছেন ইউএনও পদক। যা বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক প্রতিযোগিতা। তিনি আরও বলেন ইউএনও স্যারের নির্দেশনা ক্রমে গত বছর সমাপনী পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের জন্য ৪টি মডেল টেস্টের আয়োজন করা হয়। এবং যার ফলশ্রুতিতে গত ২০১৫ ইং সালে জিপিএ পাঁচ পেয়েছিল ৩৬৫ জন। আর গত ২০১৪ সালে এ উপজেলায় জিপিএ পাঁচ পেয়েছিল মাত্র ১৫৮ জন। এ বছর ইউএনও পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বদলগাছী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ইউএনও স্যার এ উপজেলায় যোগদান করার পর থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ধারাই পাল্টে গেছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করছেন। অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের মানবীয় গুণাবলি সম্পন্ন নীতিবান মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার দীক্ষা প্রদানে তার যে প্রয়াস তা অত্যন্ত প্রসংশনীয়। বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান ইউএনও একজন ব্যতিক্রম ধর্মী মানুষ, কারণ প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝেও তিনি স্বপ্ন দেখেন শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থীদের সামগ্রীক বিকাশে গড়ে তোলার জন্য। শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে তার ইতিবাচক চেতনা ইতোমধ্যে সর্বমহলে প্রসংশিত হয়েছে। ইউএনও হুসাইন শওকতের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তিনি তার বাবার কাছ থেকে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছেন।

বদলগাছী